খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, লণ্ডন হতে প্রদত্ত ৩১ জানুয়ারী ২০২০ এর খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত আবু তালহা (রাঃ)। তার আসল নাম ছিল যায়েদ। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল আর তিনি গোত্রপ্রধান ছিলেন। তিনি 'আবু তালহা' ডাকনামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে মহানবী (সাঃ)এর হাতে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সাথে যোগদান করেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) গোধূমবর্ণ এবং মাঝারি উচ্চতার মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো মাথার চুল এবং দাড়িতে কলপ লাগান নি। হযরত আনাস (রাঃ) হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর 'রবীব' অর্থাৎ, স্ত্রী'র প্রথম পক্ষের পুত্র বা সৎপুত্র ছিলেন। হযরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ)এর প্রথম স্বামী ছিলেন মালেক বিন নযর। তার তিরোধানের পর হযরত আবু তালহা-র সাথে তার বিয়ে হয়, যার ঔরসে তার ঘরে আব্দুল্লাহ্ ও উমায়ের জন্মলাভ করে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা হযরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ) কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে উম্মে সুলায়েম বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার মতো মানুষকে বিয়ে করতে আমার অসম্মতি নাই কিন্তু আমি একজন মুসলমান নারী, তাই আপনাকে বিয়ে করা আমার জন্য সঙ্গত নয়। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে এটিই আমার দেন মোহর হবে, আর আমি এছাড়া আর কিছুই চাইব না। হযরত আবু তালহা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন আর এটিই তার দেন মোহর ধার্য হয়। হযরত সাবেত (রাঃ) বলতেন, আমি আজ পর্যন্ত ইসলামে কোন নারী সম্পর্কে এটি শুনিনি যে, তার দেন মোহর উম্মে সুলায়েম-এর মোহরানার মতো এতটা সম্মানজনক হবে।

হযরত আবু তালহা বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বদরের যুদ্ধের দিন কুরাইশ নেতাদের মধ্য হতে চব্বিশজনের সম্পর্কে যে নির্দেশ জারী করেন আর (সে অনুসারে) তাদেরকে বদর (প্রান্তরের) কূপগুলোর মধ্য হতে একটি অপবিত্র কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি (সাঃ) যখন কোন জাতির ওপর জয়যুক্ত হতেন তখন তিনি সেই ময়দানে তিনরাত অবস্থান করতেন। অনুরূপভাবে তাঁর বদরে অবস্থানের তৃতীয় দিন অতিবাহিত হলে তিনি (সাঃ) যাত্রা করেন এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে যাত্রা করেন এবং বলেন, আমরা মনে করি, তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তিনি (সাঃ) সেই কূপের কিনারায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে যান যেখানে সেই চব্বিশজন মানুষের শবদেহ ফেলা হয়েছিল, পরিত্যক্ত কূপ ছিল এটি। তিনি (সাঃ) তাদের এবং তাদের পিতা-পিতামহের নাম ধরে ডাকতে থাকেন যে, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা (যদি) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে তা-কি তোমাদের জন্য আনন্দের কারণ হতো না? কেননা আমরা তো আমাদের প্রভুর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তা পেয়েছ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলতেন, (তখন) হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি এসব লাশের সাথে কী বলছেন, যারা নিষ্প্রাণ। মহানবী (সাঃ) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)এর প্রাণ রয়েছে, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি এসব কথা শুনছ না, যা আমি বলছি। অর্থাৎ এসব কথা আল্লাহ্‌তা'লা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন যে, তোমাদের কীরূপ মন্দ পরিণতি হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে মানুষ পরাজিত হয়ে মহানবী (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর হযরত আবু তালহা মহানবী (সাঃ)কে নিজের ঢালের আড়াল করে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) এমন তিরন্দাজ ছিলেন যিনি খুব জোরে ধনুক টানতেন। কেউ তূণী নিয়ে সেদিক দিয়ে গেলে মহানবী (সাঃ) তাকে বলতেন যে, আবু তালহার জন্য তা রেখে যাও, অর্থাৎ অন্যদেরও নসীহত করতেন যে, বহু তিরন্দাজ রয়েছে, নিজের তিরও তাকেই দিয়ে দাও। তিনি তখন মহানবী (সাঃ)এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলতেন, মহানবী (সাঃ) মাথা উঁচিয়ে মানুষকে দেখতেন, তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলতেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, মাথা উঁচু করে তাকাবেন না, তাদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি তির পাছে আপনার গায়ে বিদ্ধ হয়, আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনে থাকতে দিন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) একটি মাত্র

ঢাল দিয়ে মহানবী (সাঃ)এর সুরক্ষা করছিলেন, আর তিনি সুদক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তির নিক্ষেপ করতেন তখন মহানবী (সাঃ) মাথা উঁচু করে দেখতেন এবং তার তির বিদ্ধ হওয়ার স্থানের দিকে তাকাতেন। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। প্রথমটিও বুখারীরই (রেওয়ায়েত) ছিল। উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর এই পঙক্তি পাঠেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে ঃ

'ওয়াজহী লেওয়াজহিকাল ওয়াকাআ, ওয়া নাফসী লেনাফসিকাল ফিদাআ'

অর্থাৎ ঃ **আমার চেহারা আপনার চেহারাকে রক্ষার জন্য এবং আমার প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য নিবেদিত।**

হযরত আনাস বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তাঁর কোন সেবক ছিল না। হযরত আবু তালহা আমার হাত ধরেন আর আমাকে নিয়ে মহানবী (সাঃ)এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আনাস সুবোধ ছেলে, সে আপনার সেবা করবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলতেন, এরপর আমি সফরেও তাঁর সেবা করেছি এবং সফরের বাইরেও। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) যখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী **'উসফান'** নামক স্থান থেকে ফিরছিলেন তখন আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। মহানবী (সাঃ) তখন নিজ উটে আরোহিত ছিলেন এবং তিনি নিজেরপেছনে হযরত সাফিয়া বিনতে হুই-কে বসিয়ে সফর করছিলেন। তাঁর উট হোঁচট খায়, ফলে উভয়েই পড়ে যান। হযরত আবু তালহা (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে ত্বরিত উট থেকে লাফিয়ে নেমে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি আপনার জন্য নিবেদিত। তিনি (সাঃ) বলেন, প্রথমে মহিলার খোঁজ নাও। এরপর তাদের উভয়ের বাহন গুছিয়ে দেন যাতে তারা আরোহন করেন এবং আমরা মহানবী (সাঃ)এর চারপাশে বৃত্তাকারে একত্রিত হয়ে যাই।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) খায়বারে আক্রমণ করেন এবং আমরা এর কাছে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়ি, তখনও অন্ধকারই ছিল। এরপর মহানবী (সাঃ) বাহনে আরোহন করেন এবং হযরত আবু তালহাও বাহনে চড়েন। বাহনে আমি হযরত আবু তালহার পেছনে ছিলাম।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, সেই দিন অর্থাৎ হুনায়নের দিন যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করবে, ঐ কাফেরের সমস্ত ধনসম্পদ সেই পাবে। সেদিন হযরত আবু তালহা (রাঃ) বিশজন কাফেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালামালও হস্তগত করেন। হযরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ)এর হাতে একটি খঞ্জর দেখে হযরত আবু তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে সুলায়েম! এটা কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, যদি কোন কাফের আমার কাছে আসে, তাহলে আমি আমার এই খঞ্জর দিয়ে তার পেট চিরে ফেলব। হযরত আবু তালহা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-কে এই কথা অবহিত করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, সেনাদলের মাঝে একা আবু তালহার কণ্ঠধ্বনি পুরো এক বাহিনীর আওয়াজের চেয়েও অধিক গুরুগম্ভীর হয়ে থাকে। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েতে এক দলের পরিবর্তে **'মিয়াতু রাজুলুন'** অর্থাৎ একশত মানুষ অথবা **'আলফা রাজুলুন'** অর্থাৎ এক হাজার মানুষেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার গলার স্বর অনেক উঁচু ছিল। হযরত আবু তালহা (রাঃ) ৩৪ হিজরী সনে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) তার জানাযার নামায পড়ান। তখন তার বয়স ছিল ৭০ বছর। কিন্তু বসরা-বাসীদের মতে তার মৃত্যু হয়েছিল একটি সামুদ্রিক সফরকালে আর তাকে একটি দ্বীপে কবরস্থ করা হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর যুগে জিহাদের জন্য নফল রোযা রাখতেন না, যাতে শারীরিক শক্তি কমে না যায়। হযরত আনাস (রাঃ) আরো বলেন যে, মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুর পর ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন ছাড়া আমি কখনো তাকে রোযা ছাড়তে দেখিনি। অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি নিয়মিত রোযা রাখতে আরম্ভ করেন।

হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর অতিথি আপ্যায়নের একটি ঘটনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)এর নিকট এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, এই অতিথিকে, কে নিজের সাথে নিয়ে যাবে। অথবা বলেছেন যে, কে এর আতিথেয়তা করবে। আনসারদের একজন বলেন, আমি। অতএব তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে যান এবং বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর অতিথিকে খুব ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন কর। তার স্ত্রী বলেন ঃ

আমাদের কাছে যে খাবার আছে তা আমার সন্তানদের জন্যই যথেষ্ট হবে না, (এছাড়া) আর কিছু নেই। তিনি বলেন, এতটুকু খাবারই তুমি প্রস্তুত করে নাও এবং প্রদীপও জ্বালিয়ে নাও আর সন্তানরা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও। অতএব তিনি তার খাবার প্রস্তুত করেন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন আর সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি উঠে প্রদীপ ঠিক করার ছলে তা নিভিয়ে দেন। তারা উভয়ে এই অতিথির সামনে এমন ভাব করেন যেন তারাও খাচ্ছেন। অথচ তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করেন। প্রভাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট যান, তখন তিনি (সাঃ) বলেন, গতরাতে আল্লাহ্‌তা'লা হেসেছেন। অথবা তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাদের দু'জনের কাজে আল্লাহ্‌তা'লা খুব খুশি হয়েছেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা এ ওহী নাযেল করেছেন যে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ ঃ **আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিত যদিও তারা নিজেরাই দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। অতএব হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয়েছে তারাই মূলতঃ সফলকাম।**

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার মাথার চুল ছাটালে হযরত আবু তালহাই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র কিছু চুল সংগ্রহ করেন। হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, আবু তালহা মদিনার সকল আনসারীর চেয়ে বেশি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিল **'বায়রুহা'** নামক বাগান, যা মসজিদের সামনে ছিল। মহানবী (সাঃ) সেই বাগানে আসতেন এবং সেখানকার স্বচ্ছ-পরিষ্কার পানি পান করতেন। হযরত আনাস বলতেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ ঃ **'তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেইসব জিনিস থেকে ব্যয় করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাস'** তখন হযরত আবু তালহা দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আর আমার যাবতীয় সম্পত্তির মাঝ থেকে আমার সবচেয়ে প্রিয় বাগান হলো **'বায়রুহা'**; আমি সেটি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করছি। আমি আশা করছি, এটি আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য পুণ্য হবে এবং [পরকালে আমার জন্য] ধনভাণ্ডার-স্বরূপ হবে। তাই আল্লাহ্তা'লা যেখানে চান, সেখানে আপনি এটি ব্যয় করুন। তিনি (সাঃ) বলেন, বাহ্ বাহ্! এটি কল্যাণকর এক সম্পদ; কিংবা বলেন, চিরস্থায়ী এক সম্পদ। তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি বললে আর আমি শুনলাম। আমার কাছে এটি-ই সঙ্গত মনে হয় যে, তুমি তা নিজের আত্মীয়দের মাঝেই বণ্টন করে দাও। আবু তালহা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আপনার নির্দেশ পালনার্থে এমনটি-ই করছি। অতএব আবু তালহা সেই বাগান তার আত্মীয়দের মাঝে ও তার চাচাতো ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর আরো একটি বিশেষ সম্মান ও সৌভাগ্য হলো, তিনি মহানবী (সাঃ)এর একজন কন্যার মৃত্যুতে তাঁর (সাঃ) নির্দেশে তার কবরে নামেন এবং মহানবী (সাঃ)এর কন্যার পবিত্র শবদেহ কবরে নামান।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু তালহা আনসারী জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ তার ভাইয়ের (বা হযরত আনাস বিন মালিক এর ভাইয়ের) বা আবু তালহা-র ছেলের (জন্ম হয়), তিনি তার মায়ের দিক দিয়ে ভাই ছিলেন, তখন আমি তাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সাঃ) তাঁর জুব্বা বা আচকান পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং নিজের উটে আলকাতরা লাগাচ্ছিলেন। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমার কাছে খেজুর আছেকি? আমি বললাম, জ্বী, আছে। আমি কিছু খেজুর তাঁকে (সাঃ) দিই যা তিনি মুখে নিয়ে ভালোভাবে চাবিয়ে নেন। এরপর শিশুর মুখ খুলে তা শিশুটির মুখে দিলে শিশুটি সেগুলো চুষতে থাকে। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, আনসারদের খেজুরের প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ শিশুটিরও তা পছন্দ হয়েছে। আর তিনি (সাঃ) শিশুর নাম রাখেন **'আব্দুল্লাহ্'**।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, হাদীসে একজন মহিলা সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এটি উম্মে সুলায়েমের-ই ঘটনা। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) তার স্বামী আবু তালহাকে কোন ইসলামী কাজে বাইরে প্রেরণ করেন। তার সন্তান অসুস্থ ছিল এবং তিনি স্বভাবতই তার সন্তানের অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই সাহাবী যখন ফিরে আসেন, তখন তার অনুপস্থিতিতে তার সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল। মা তার মৃত সন্তানকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তিনি গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গায়ে সুগন্ধি লাগান এবং পরম ধৈর্য প্রদর্শনপূর্বক নিজের স্বামীকে স্বাগত জানান। সেই সাহাবী ঘরে প্রবেশ করতেই জিজ্ঞেস করেন যে, সন্তানের কী অবস্থা? তখন তিনি উত্তর দেন যে, পুরোপুরি প্রশান্ত আছে। তিনি আহার করেন, এরপর নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েন এবং স্ত্রীর সাথে সম্পর্কও স্থাপন করেন। এরপর তার স্ত্রী বলেন, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। স্বামী উত্তরে বলেন, কী কথা? স্ত্রী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছে আমানত রাখে আর কিছুদিন পর সেই জিনিস ফেরত চায়, তবে কি সেই জিনিস তাকে ফেরত দিতে হবে নাকি না? তিনি উত্তরে বলেন, এমন বোকা কে আছে যে কারো আমানত ফেরত দিবে না? স্ত্রী বলেন, অন্ততঃ তার আক্ষেপ তো হবে যে, আমি আমানত ফিরিয়ে দিচ্ছি। তিনি উত্তর দেন যে, আক্ষেপ কিসের, সে জিনিস তো তার নিজের ছিলই না। সে যদি তা ফেরত দেয় তবে আফসোস বা আক্ষেপ কিসের? স্ত্রী বলেন, আচ্ছা, যদি এই বিষয়ই হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সন্তান, যে খোদাতা'লার একটি আমানত ছিল, খোদাতা'লা তাকে আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, এটি ছিল সেই ধৈর্যও দৃঢ়তা যা তৎকালীন নারীদের মাঝে পাওয়া যেত। অতএব, প্রাণ কুরবানী করা তো কোন বিষয়ই নয়। বিশেষভাবে মু'মিনের জন্য তো এটি একটি তুচ্ছ ব্যাপার। সে অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের সন্তান হয়, এর কিছুকাল পর তাদের ঘরে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। আর আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে এত অধিক দানে ধন্য করেন যে, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু তালহার নয়জন সন্তানকে দেখেছি, আর তাদের সবাই অর্থাৎ নয় জনই কুরআনের ক্বারী ছিলেন।

হযরত আনস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আবু তালহা আনসারী, হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কে খেজুরের রসের মদ পান করাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দেয় যে, মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবু তালহা উক্ত ব্যক্তির সংবাদ শোনা মাত্রই বলেন, হে আনাস! এই ঘড়াগুলো ভেঙে ফেল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একটি পাথর দিয়ে ঘড়াগুলোর নীচের অংশে আঘাত করে সেগুলো ভেঙে ফেলি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি একজন মরহুমের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর তার (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাহাবী হযরত মিয়া নূর মুহাম্মদ সাহেব (রাঃ)এর পুত্র জনাব বাবু মুহাম্মদ লতিফ আহমদ সাহেব অমৃতসরী, যিনি গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নব্বই বছর বয়সে রাবওয়াতে ইহলোক ত্যাগ করেন, **ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** তিনি জামা'তের একজন প্রসিদ্ধ মুবাল্লেগ জনাব মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই বাবু মুহাম্মদ লতিফ সাহেবকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)এর কাছে নিয়ে যান এবং জীবন উৎসর্গ করার প্রস্তাব রাখেন। ১৯৬১ সালে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে কেরানী হিসেবে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেখানে তিনি ২০১৪ সন পর্যন্ত সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং ১৯৮৫ সালে তাকে সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা এবং অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তিনি নিজের সকল দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পূর্ণ সেবাকাল হচ্ছে বাষট্টি বছর, যার মধ্য থেকে প্রায় তিপ্পান্ন বছর তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী দফতরে বিভিন্ন পদে সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে ছিল। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তার এক মেয়েও মৃত্যুবরণ করেন, যিনি যরীফ আহমদ ক্বমর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তাদের এক পুত্র মুরব্বি সিলসিলাহ্ । তার তিন কন্যা লন্ডনেই থাকেন ও এক ছেলে আতিক আহমদ সাহেবও এখানেই কাজ করছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরের কর্মী রানা মুবারক সাহেব বলেন, আমি বত্রিশ বছর তার সাথে কাজ করেছি এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মজলিশে শূরার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক দাপ্তরিক কাজ তিনি একাই সম্পাদন করতেন। তিনি বলেন, মরহুম আমাকে নসীহত করতেন যে, যখনই জাগতিক সমস্যাবলী ও কষ্টের সম্মুখীন হবে তখন দোয়ার পাশাপাশি নিজের দাপ্তরিক কাজে অধিক মগ্ন হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। অনেক সময় কর্মীদের ভুল হয়ে গেলে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে তাদের বুঝাতেন। একইভাবে অন্যান্য কর্মীরাও লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, অন্য কর্মীদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। আঞ্জুমানের বিধি-বিধানের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তার লিখনীও খুবই উন্নত মানের ছিল। খুব ভালো শব্দ চয়ন করতেন। যখনই কোন নতুন কলম নিতেন প্রথমে তা দিয়ে বিসমিল্লাহ্ লিখতেন, তারপর কাজ শুরু করতেন। যথাসময়ে অফিসে আসার বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমি যখন রাবওয়ায় ছিলাম তখন আমিও বিভিন্ন সময় তাকে এমনটিই করতে দেখেছি যে, অনেক কষ্ট করে অফিসে আসতেন এবং মাগরিবের সময়ও অফিস থেকেই নামায পড়তে যাচ্ছেন, এশার সময়ও সেখান থেকেই যাচ্ছেন এবং কখনো কখনো ফজরের সময়ও (অফিস থেকেই) আসতে দেখা যেতো। অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। অনুরূপভাবে নাসের সাঈদ সাহেব লিখেন যে, ১৯৭৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) ইসলামাবাদে জাতীয় সংসদে উপস্থিত হতেন তখন প্রাইভেট সেক্রেটারির কর্মীদের সাথে তিনিও সেখানে ছিলেন। দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তিনি অন্যদেরও সাহায্য করতেন। কর্মচারীদের সাথে তিনি বাসনপত্রও ধৌত করতেন। এককথায় নিঃসার্থ ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদেরও তার সৎকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
31 January 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org